দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 APR 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

চুয়েটে প্রথম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আমাদের দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে

■ চট্টগ্রাম অফিস ■

রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। 'দারিদ্র্যের দুষ্ট বলয়' থেকে বেরিয়ে এসে আগামী এক দশকের মধ্যে আমাদের দেশকে মধ্যম শ্রেণির পর্যায়ে রূপান্তরিত করার সার্বিক পরিকল্পনা মাথায় রেখে এগুতে হবে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি চুয়েট থেকে পাস করা সাত কৃতী শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক প্রদান করেন। চুয়েটে পেট্রোলিয়াম এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস এবং মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দেশের অনাবিষ্কৃত সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে এ বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের আত্ম-মর্যাদা সমুন্নত রাখতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। আজকের নবীন প্রকৌশলীরা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করবে এবং তাদের সৃজনশীল চিন্তা ও লব্ধ জ্ঞান দ্বারা এ লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।'

২০০৩ সালে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর গতকাল মঙ্গলবারই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবর্তনে বিগত সাত শিক্ষাবর্ষের ১৪০৩ জন শিক্ষার্থীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। চুয়েট মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। চুয়েট ক্যাম্পাস নতুন ও পুরাতন শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় ছিল মুখরিত। পুরো ক্যাম্পাস সাজানো হয় বিভিন্ন রঙ-বেরংয়ের ব্যানার ও তোরণ দিয়ে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এখনো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদাবঞ্চিত। দেশটি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত। মৌলিক চাহিদা পূরণসহ দেশের খাদ্য, বিদ্যুৎ, শিল্প ও ওষুধ, যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনই দেশের সার্বিক উন্নয়নের মাপকাঠি। বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চাসহ উন্নততর জ্ঞানের আহরণ ও প্রয়োগে যে দেশ যত পারদর্শী, সেদেশে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে তত সফলকাম। নবীন প্রকৌশলীদের প্রতি তিনি বলেন, প্রকৌশলী হওয়ার পেছনে দেশের জনগণের অনেক অবদান আছে। আমাদের আইনজীবী, অধ্যাপক ও প্রকৌশলীদের ভাবমূর্তি আমাদের দেশের মতো তেমন ভালো নয়। সেই ভাবমূর্তি আপনারা উজ্জ্বল করুন।

সমাবর্তনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা বিভাগ খোলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম মহানগরী, চট্টগ্রাম বন্দর, এর পার্শ্ববর্তী ভারী ও মাঝারি শিল্প অঞ্চলের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ভবিষ্যতে এর পরিবর্ধনের জন্য অনেক স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'দেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আসছে। এই অবস্থায় যথাযথ প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলী সরবরাহ করতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস।